ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 029 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০২৯ ● কলকাতা ● ১৭ মাঘ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 188

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তিনি বললেন, যা ব্রহ্মাণ্ডতে আছে, তা সব আমাদের পিণ্ডতেও (শরীরেও) আছে। শরীর যদি জলের এক বিন্দু হয়, তাহলে ব্রহ্মাণ্ড হল সাগর।

কিন্তু বিন্দু হোক বা সাগর, জল তো জলই। জলের গুণধর্মে কোন তফাৎ নেই। ঠিক একভাবে আত্মার রূপে পরমাত্মার এক ছোট স্বরূপ আমাদের কাছে বিদ্যমান থাকে।

**ক্রমশঃ**

# আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা মোদির

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন এবং মৃতদের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন তিনি। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর অফিসিয়ালি সমাজমাধ্যমের পাতায় লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের আনন্দপুরে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত এবং দুঃখিত।নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা রাজ্যকে।

এরপর ৩ পাতায়

## খবর প্রকাশের পরই হুমকি!

# জীবনতলায় সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন পুলিশের ভূমিকা ঘিরে

**নিজস্ব সংবাদদাতা |**
**দক্ষিণ ২৪ পরগনা**

ভোট-পরবর্তী হিংসা ও ‘কণ্ঠরোধের রাজনীতি’ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফের আতঙ্ক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জীবনতলা থানা এলাকার একটি ফাঁকা রাস্তায় প্রকাশ্যেই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক সমাজবিরোধীর বিরুদ্ধে।

অভিযোগকারী—অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও সম্পাদক শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সরদার।

সাংবাদিকের দাবি, অভিযুক্ত ভৈরব মণ্ডল আচমকা সামনে এসে তাঁকে ভয় দেখাতে শুরু করে। আগেই যাঁর নাম উঠে এসেছিল সুপারি কিলার ও হত্যাচক্রান্তের অভিযোগে, সেই ব্যক্তির কাছ থেকেই এদিন সরাসরি হুমকি আসে বলে অভিযোগ। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হলে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রশ্ন একটাই—আগাম নিরাপত্তা কেন নয়?

তবে এখানেই উঠছে বড় প্রশ্ন। দীর্ঘদিন ধরেই হত্যার আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে প্রশাসনকে। সংবাদ প্রকাশের আগেও লিখিত অভিযোগ, মৌখিক আবেদন—সবই হয়েছে বলে দাবি সাংবাদিকের পরিবারের। তা সত্ত্বেও কেন এখনও পর্যন্ত কোনও দৃশ্যমান পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হল না, সেই প্রশ্নেই সরব সাংবাদিক মহল।

এক প্রবীণ সাংবাদিকের কথায়, “হুমকির পর তদন্ত শুরু হওয়া যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন হল—খুন হয়ে যাওয়ার পর কি তবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে?”

অভিযোগ ঢাকতেই কি

এরপর ৫ পাতায়

# ভিন রাজ্য থেকে অবৈধ বালি পাচার, জামবনি থানার পুলিশের অভিযানে চিঁচড়াতে পাঁচটি বালি বোঝাই লরি আটক, গ্রেফতার ১০

**অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম**

রাজ্যজুড়ে অবৈধ বালি উত্তোলন ও পাচার নিয়ে যখন প্রশ্নের ঢেউ উঠছে, ঠিক সেই সময় ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী ঝাড়গ্রাম জেলায় কড়া নজরদারি ও ধারাবাহিক অভিযানে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। ভিন রাজ্য থেকে রমরমিয়ে চলা অবৈধ বালি পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল জামবনি থানার পুলিশ। ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী জামবনি থানার অন্তর্গত চিঁচড়াতে NH-6 জাতীয় সড়কে পুলিশের নাকা চেকিংয়ে পাঁচটি অবৈধ বালি বোঝাই লরি আটক করা হয়। এই ঘটনায় লরির চালক ও খালাসি মিলিয়ে মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সঞ্জীব দাস, বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার গোহালুড়া গ্রামে; অভিজিৎ দাস, বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কালাইকুন্ডা এলাকায়; বিকাশ সিং, বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর এলাকায়; শক্তিপদ মাহাত, বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি থানা এলাকায়। এছাড়াও সামশের আনসারি ও গোলাম রসুল আনসারি—এই দু'জনের বাড়ি বিহারের দেওঘর জেলায়। কুণাল কালা, চন্দন দে ও কার্তিক দোলাই—এই তিনজনের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানা এলাকায়। নগেন্দ্র রায়ের বাড়ি কানপুরের দুবাউলি থানা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে জামবনি থানার পুলিশ ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কের চিঁচড়া এলাকায় নাকা চেকিং চালাচ্ছিল। সেই সময় ঝাড়খণ্ড দিক থেকে বালি বোঝাই করে কলকাতার দিকে আসা পাঁচটি লরিকে আটক করা হয়। তল্লাশির সময় লরির চালকেরা বালির কোনও বৈধ কাগজপত্র বা পরিবহণ সংক্রান্ত নথি দেখাতে না পারায় লরিগুলিকে আটক করে জামবনি থানায় নিয়ে আসা হয়। শুক্রবার ধৃতদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই ঝাড়খণ্ড থেকে অবৈধভাবে বালি বোঝাই লরি প্রবেশের অভিযোগ রয়েছে জামবনি থানা এলাকায়। গত বছরের নভেম্বর মাসেও জামবনি থানার পুলিশ টানা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী চিঁচড়া এলাকা থেকে ৯টি বালি বোঝাই লরি আটক করেছিল। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার মানব সিংলা (আইপিএস) বলেন, "ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী জাতীয় সড়কের চিঁচড়া এলাকায় আমাদের নিয়মিত নাকা চেকিং চলছে। অবৈধভাবে বালি পাচারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে, অবৈধ কিছু ধরা পড়লে আটক করা হবে।" ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এই অভিযানে অবৈধ বালি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও কড়া বার্তা গেল বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

# SIR এ ধরা পড়ছে না ভিন রাজ্যের ভোটার, প্রশ্নের মুখে কমিশন, স্বচ্ছতার দাবি

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

১০০ শতাংশ স্বচ্ছ ভোটার তালিকা—এসআইআরের মূল লক্ষ্য বলে বারবার দাবি করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সেই 'স্বচ্ছতা'র ভিত্তিটাই নড়বড়ে কিনা তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কারণ, ভিন রাজ্যের ভোটারের নাম বাংলার ভোটার তালিকায় থাকলেও তা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে কমিশন—এমনই অভিযোগ উঠছে।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর চাপের মুখে কমিশন জানায়, সরেজমিনে তদন্তে জানা গিয়েছে উজ্জ্বলা মহারাষ্ট্রের সাঙ্গোলা বিধানসভার ভোটার হিসেবেই থাকতে চান এবং বাংলার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে আবেদন করবেন। তৃণমূলের প্রশ্ন, "কিন্তু যদি ওই ব্যক্তি বাংলার ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন না করেন? তার অর্থ, তাঁর নাম দুই রাজ্যেরই ভোটার তালিকাতেই থাকবে! অর্থাৎ কমিশনের সফটওয়ারের ফাঁক গলে ভোটার তালিকায় বিস্তর গরমিলের সুযোগ থাকছেই।" সূত্রের খবর, এই কাজের জন্য যে বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহারের কথা ছিল, তা আদৌ কাজ করছে না। ফলে অন্য রাজ্যের কোনও ভোটার যদি বাংলার তালিকাতেও নাম লিখিয়ে থাকেন, কমিশনের চোখে পড়ার সম্ভাবনাই নেই।

এ ব্যাপারে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন,

এরপর ৩ পাতায়

# পুলিশের এফআইআর-এ নাম উঠল RSP-র! তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোর

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

মালদহে সিপিআইএমের একটি বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজনীতির অন্দরে তীব্র বিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ওই কর্মসূচির পর পুলিশের করা এফআইআর ঘিরে শুধু বাম শিবিরই নয়, সমগ্র রাজনৈতিক মহলেই শুরু হয়েছে চাপানউতোর। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক

দিয়েছিল একমাত্র সিপিআইএম এবং দলীয়ভাবে আগেই জানানো হয়েছিল যে কর্মসূচিটি সম্পূর্ণভাবে তাদেরই উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে।বাম শিবিরের অভিযোগ, সভা শেষ হওয়ার পরই প্রশাসনের সক্রিয়তা বাড়ে এবং দ্রুত এফআইআর দায়ের করা হয়। বর্তমানে এই মামলাকে ঘিরে বামেদের অন্দরেও কিছুটা অস্বস্তি তৈরি হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা যাচ্ছে, সিপিআইএম ও আরএসপি দুটি দলে পুলিশের ভূমিকার বিরুদ্ধে পৃথকভাবে

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

# আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা মোদির

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ভোর তিনটে নাগাদ আনন্দপুরে অবস্থিত ওয়াও মোমো, অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থার পরপর দুটো গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৫ জনের দেহাংশ পাওয়া গিয়েছে। তবে কোনও দেহ চেনার উপায় নেই। আগুনে পুড়ে ঝলসে গিয়েছে দেহগুলি। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬২ ধারা জারি করা হয়েছে। এই মর্মে লাগানো হয়েছে একটি নোটিস। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মঙ্গলবার এই গোডাউনের মালিক গঙ্গাধর দাসকে আটক করে বারুইপুরের জেলা পুলিশ দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রবিবার-সোমবার ভোর তিনটে নাগাদ নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুরের ডেকরেটর্সের অফিস গোডাউন দাউ দাউ করে আগুন ধরে ওঠে। তেল, গ্যাস, বিপুল পরিমাণ দাহ্য সামগ্রীতে দ্রুত আগুন ধরে যায়। সেই মুহূর্তে বেরোনোর পথ না পেয়েই পরপর মৃত্যু হয় কর্মীদের। গোডাউনের পাশেই ডেকরেটর্সের অফিস। সেখানেই থাকতেন কর্মীরা। প্রচুর দাহ্য থাকলেও নিয়মিত চলত রান্না। কর্মীদের থাকার জায়গায় একটি দরজা রয়েছে। আগুন লাগায় দরজা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়! কোনও মতে সেখান থেকে বের হন কর্মীরা! কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। কারণ অফিসের পাশের গোডাউনেও আগুন জ্বলে ওঠে! তাই জ্বলন্ত গোডাউন পেরিয়ে কর্মীরা শেষমেষ বাইরে বেরোতে পারেনি। সেখানেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে একের পর এক কর্মীর মৃত্যু হয়। আনন্দপুরের নাজিরাবাদের ওই গুদামে মূলত শুকনো, প্যাকেট জাত খাবার, ঠান্ডা পানীয়ের বোতল মজুত করা থাকত। তাই কী ভাবে সেখানে আগুন লাগল, এখনও স্পষ্ট নয়। তবে অনুমান, গুদামের ভিতরে থাকা কর্মীদের জন্যে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে অনলাইন খাবার সরবরাহ করা সংস্থার গোডাউন আগুন লাগে। সেখান থেকে পাশের ডেকরেটার্সের গোডাউন আগুন ধরে যায়। গুদামের পরিসর এতটাই ছোট, ছিল যে, তাতে মাত্র একটা দরজা ছিল। তাই আগুন লাগার পর কর্মীরা সেখান থেকে বেরোতে পারেনি। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। এছাড়া এত বড় একটা গুদামে কেন কোনও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র নেই, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আর প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় তহবিল থেকে নিহতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। আর আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।' ভোটের আগেই নতুন হাতিয়ার মোদির। এদিকে নরেন্দ্রপুর নাজিরাবাদে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এ কথা গত মঙ্গলবার রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন।

যাই হোক, শুক্রবার পর্যন্তও আনন্দপুর কাণ্ডে ২৭ জনের নামে নিখোঁজ ডায়েরি ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের ঝলসানো দেহাংশের হদিশ মিলেছে। তবে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা বলতে পারেননি বারুইপুর পুলিশ জেলার একজন শীর্ষ আধিকারিক। ইতিমধ্যেই নিহতদের শনাক্ত করার জন্যে DNA সংগ্রহ করা হয়েছে। আর সেগুলি পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (সিএফএসএল)-তে পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পরেই নিহতদের সঠিক পরিচয় জানা যাবে। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার শুভেন্দ্র কুমার ঘটনাস্থল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। এই মুহূর্তে আনন্দপুরে গুদামের টিনের শেড উপড়ে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে। সেখানে আরও কোনও দেহাংশ পড়ে আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# রাজ্য পুলিশের ডিজি হলেন পীযূষ পান্ডে

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

রাজ্য পুলিশের পরবর্তী ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অর্থাৎ ডিজি নিয়োগ ঘিরে দীর্ঘদিনের টানাপড়েনের ইতি টেনে রাজ্যের নতুন ডিজি হলেন আইপিএস পীযূষ পান্ডে। রাজীব কুমারের মেয়াদ শেষ হবে ৩১ তারিখ। তার আগে পরবর্তী ডিজি কে হবেন তা ঠিক করে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।এর আগেও স্থায়ী ডিজি নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার একটি নামের প্যানেল পাঠিয়েছিল। তবে আইনি জটিলতার কারণে সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। ইউপিএসসি জানিয়েছে, বিধি অনুযায়ী পূর্ববর্তী স্থায়ী ডিজির অবসর গ্রহণের অন্তত তিন মাস আগে প্রস্তাবিত নামের তালিকা পাঠানো প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সেই প্যানেল

# শুনানিতে একদম ঢিলেমি নয়, দুই ২৪ পরগনাকে আতসকাচের তলায় রেখে সময় বেঁধে দিল কমিশন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের উপর সময়ের কাঁটা বেঁধে আরও কড়া হল জাতীয় নির্বাচন কমিশন । নোটিস পাঠানো থেকে শুরু করে নথি আপলোড, মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের ভূমিকা— সব ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে কাজ শেষ করার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বস্তুত, বাংলায় এসআইআর-এর সামগ্রিক কাজের গতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তবে ব্যতিক্রম দুই ২৪ পরগনা। সূত্রের খবর, এ দিন কড়া ভাষায় ওই দুই জেলার ডিইওদের সতর্ক করা হয়েছে। সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে বলে খবর কমিশন সূত্রে।স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আর ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না।

শুক্রবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকের মূল ফোকাসই ছিল দুই ২৪ পরগনাকে কেন্দ্র করে। এসআইআর-এর কাজে ঢিলেমি নিয়ে এই দুই জেলা নিয়ে কমিশনের অসন্তোষের ইঙ্গিত আগেও মিলেছে । তাছাড়া, কমিশনের দেওয়া তালিকার বাইরে কেউ যদি শুনানিতে নথি জমা দিয়েছেন। তাঁদের নাম কাটা যাবে বলে জানিয়ে রেখেছে কমিশন। এদিন স্পেশ্যাল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত জানিয়ে দিয়েছেন, এখনও যেহেতু শুনানি

এরপর ৬ পাতায়

# সম্পাদকীয়

## আইপ্যাক মামলার শুনানির আগেই কি নগরপালের বদল ঘটবে, শেষ মুহূর্তে রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল নবান্নে

ফ্রেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে ফের আই প্যাক মামলার শুনানি রয়েছে। তার আগে স্বাভাবিক নিয়মে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন রাজীব কুমার । কিন্তু তার চেয়েও বড় কৌতূহলের বিষয় হল, সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগে কি কলকাতা পুলিশের নগরপাল পদ থেকে সিনিয়র আইপিএস অফিসার মনোজ ভার্মাকেও সরিয়ে দেওয়া হবে?গত ৮ জানুয়ারি আই প্যাকের ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি যখন তল্লাশি চালায় তখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার। তদন্তে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছে ইডি। তবে সরকারের আইনজীবীদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী জেড প্লাস সিকিউরিটি পান, তাই তাঁর সঙ্গে দুই সিনিয়র পুলিশ কর্তা যেতেই পারেন।শুক্রবার সন্ধেয় নবান্ন-সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের অন্দরমহলে তা নিয়েই এখন রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল রয়েছে।

জানিয়ে রাখা দরকার, আই প্যাক মামলায় রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ থেকে রাজীব কুমার ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে মনোজ ভার্মাকে সাসপেন্ড করার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়ে রেখেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তথা ইডি। এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু এবং সুপ্রিম কোর্টে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেটা জোরদার সওয়াল করেছিলেন।

মামলার পরবর্তী শুনানি হবে মঙ্গলবার। তার আগে এমনিই রাজীব কুমার ডিজি পদ থেকে অবসর নিয়ে নেবেন। সেই সঙ্গে মনোজ ভার্মা কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে দিলে তা হবে নবান্নের কৌশলগত পদক্ষেপ। কারণ, এর পর যদি সুপ্রিম কোর্ট কোনও কঠোর রায় দেয়, তা রাজ্য পুলিশের ডিজি বা কলকাতা পুলিশের কমিশনারের বিরুদ্ধে হবে না। তা হবে দুই সিনিয়র আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে।

এর আগে আরজি কর কাণ্ডের সময়ে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের দাবি মেনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে বিনীত গোয়েলকে সরাতে বাধ্য হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মানে এই নয় বিনীতের গুরুত্ব কমে গেছিল বা গেছে। তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব দিয়ে এবং আগামী দিনে আরও বড় 'রিওয়ার্ডের' আশ্বাস দিয়েই সরানো হয়। এবারও মনোজ ভার্মাকে শেষমেশ কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরানো হলে তা তাঁর পদস্খলন ভাবলে ভুল হবে। কারণ, মনোজ ভার্মা নিষ্ঠাবান পুলিশ কর্তা। সেই সম্মান দিয়ে তাঁকে যথাযোগ্য পদে বদলি করা হতে পারে।

# মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(তৃতীয় পর্ব)**

তা আমি আজও পাইনি। এ কথাগুলো একদম চিরন্তন সত্য আমার এই বয়সেও, হঠাৎ একটি যোগ হলো আমার বাড়ির সামনে থেকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে চলে গেলেন তারাপীঠ মন্দিরে। তারাপীঠ মন্দির এত ছোটবেলায় আমি দেখতে পাবো সেটা স্বপ্নে ভাবতে পারিনি, কেনো জানেন আমার গুরুজনেরা কর্মব্যস্ততা থাকতেন এবং মানব সেবা করতে তারা খুব ব্যস্ত থাকতেন।আমার সঙ্গে সময় দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তাদের সে সময় কোনদিন হয়ে ওঠেনি। ঈশ্বর যা চেয়েছেন তাই তো হয়েছে, আমার

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

(২ পাতার পর)

# পুলিশের এফআইআর-এ নাম উঠল RSP-র! তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোর

লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।তা সত্ত্বেও পুলিশের এফআইআরে আরএসপি নেতার নাম উঠে আসায় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৪ জানুয়ারি। ওই দিন মালদহ শহরের রথবাড়ি এলাকায় বিক্ষোভ সভা আয়োজনের অভিযোগে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করে। এফআইআরে সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, শতরূপ ঘোষ সহ মোট ৩৪ জনের নাম রয়েছে। এই তালিকায় ১৭ নম্বরে রয়েছে প্রবীণ আরএসপি নেতা সর্বানন্দ পাণ্ডের নাম, যিনি আরএসপির মালদহ জেলা সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়াতেই রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরএসপি, সিপিআইইএম ও বিজেপি তিন দলই পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছে। বিরোধীদের দাবি, শাসকদলের চাপে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজেপির বক্তব্য, সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং পুলিশের অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট ধারণা নেই কোন দলের কর্মসূচি কোথায় হচ্ছে।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

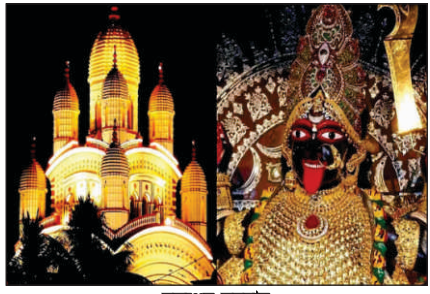

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

ইঁহার মূর্তি অতীব দুষ্প্রাপ্য" (বিনয়তোষ ৫৯-৬০)।

প্রসন্ন তারা, বিনয়তোষের বই থেকে অমোঘসিদ্ধি-কুলের (সবুজ বর্ণ) কয়েকজন মাতৃকা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ থাকা উচিত।

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

# রাজ্য পুলিশের ডিজি হলেন পীযূষ পান্ডে

পাঠানো উচিত ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার তালিকা পাঠায় ওই বছরের ২৭ ডিসেম্বর। সেই কারণেই সম্প্রতি ওই প্যানেল ফেরত পাঠানো হয়।রাজ্য পুলিশের ডিজি পদকে ঘিরে সম্প্রতি বেশ টানাপড়েন তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য পুলিশে কোনও স্থায়ী ডিজি নেই। আপাতত 'ভারপ্রাপ্ত' বা অস্থায়ী ডিজি হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রাজীব। তবে তিনি অবসর নিচ্ছেন আগামী ৩১ জানুয়ারি। সে কথা মাথায় রেখেই নবান্ন স্থায়ী ডিজি পদে নিয়োগের জন্য নামের তালিকা কেন্দ্রের কাছে পাঠায়, সেখানে রাজীবের নামও রাখা হয়েছিল।

ডিজি নিয়োগের নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমে রাজ্য সরকারকে সিনিয়র আইপিএস আধিকারিকদের একটি তালিকা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)-এর কাছে পাঠাতে হয়। সেই তালিকা থেকে ইউপিএসসি তিন জনের নাম বেছে রাজ্যের কাছে পাঠায়। পরে ওই তিন জনের মধ্যে একজনকে স্থায়ী ডিজি হিসেবে নিয়োগ করে রাজ্য সরকার। বর্তমান তালিকায় ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীবের পাশাপাশি সেই তালিকায় ছিলেন মামলাকারী আইপিএস রাজেশ এবং আরও ছয় জন সিনিয়র আইপিএস— রণবীর কুমার, দেবাশিস রায়, অনুজ শর্মা, জগমোহন, এন রমেশ বাবু ও সিদ্ধিনাথ গুপ্ত।

উল্লেখ্য, রাজ্য পুলিশের শেষ স্থায়ী ডিজি ছিলেন মনোজ মালবীয়। তিনি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে অবসর নেন। ডিজি নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী, মালবীয়ের অবসরের সময়ে রাজ্য পুলিশের যে আট জন সিনিয়র আইপিএস অফিসার ছিলেন, তাঁদের নামই প্রস্তাবিত তালিকায় পাঠানো হয়। সেই তালিকায় বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীবও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফলে তাঁর নাম পাঠানো বাধ্যতামূলক ছিল। তবে সেই তালিকায় পীযূষ পান্ডের নাম ছিল না। এখনও অবধি যা খবর তাঁকে 'ভারপ্রাপ্ত' ডিজি হিসেবেই নেওয়া হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

# খবর প্রকাশের পরই হুমকি! জীবনতলায় সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন পুলিশের ভূমিকা ঘিরে

প্রশাসনিক ঢিলেমি?

স্থানীয় সূত্রের দাবি, অভিযুক্ত সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বারবার তারা আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। অনেকের মতে, প্রভাবশালীদের আড়াল করতেই কি বারবার কঠোর পদক্ষেপ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে?

অভিযোগকারীর বক্তব্য,

"পুলিশ সব জানে। নাম জানে, হুমকির ধরন জানে, তবু কোনও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেই। তাহলে কি ঘটনাকে তামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে?"

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বনাম প্রশাসনিক ব্যর্থতা

এই ঘটনা ফের প্রশ্ন তুলে দিল রাজ্যে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে। খবর প্রকাশের 'অপরাধে' যদি একজন সম্পাদককে প্রকাশ্য রাস্তায় হুমকির মুখে পড়তে হয়, তবে স্বাধীন সাংবাদিকতা কতটা সুরক্ষিত—সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী নিরাপত্তা না মেলায় আতঙ্ক কাটেনি।

শেষ প্রশ্ন—খবর লেখাই কি অপরাধ?

যে রাজ্যে খবর লেখার পর সাংবাদিককেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়, সেখানে গণতন্ত্র কতটা সুরক্ষিত—সেই প্রশ্নটাই আজ জীবনতলার ঘটনা আরও একবার সামনে এনে দিল।


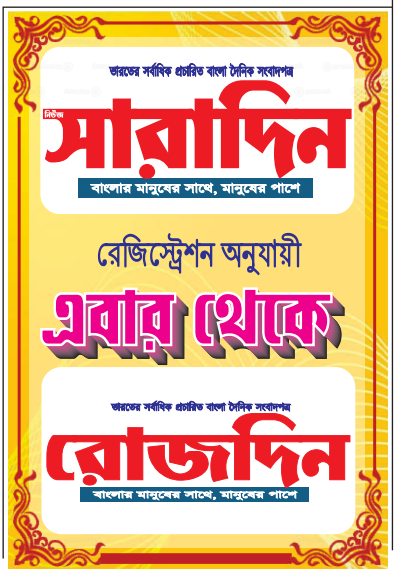


পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

# আই প্যাক শুনানির আগেই কলকাতার কমিশনার বদল, মনোজকে সরিয়ে সুপ্রতীমকে আনলেন মমতা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সবার আগে দ্য ওয়াল এই সম্ভাবনার কথা লিখেছিল। হলও তাই। ৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আইপ্যাক মামলার শুনানি রয়েছে। তার ঠিক আগে কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে মনোজ ভার্মাকে সরিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।কিন্তু ঘটনা হল, সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগেই ৩১ জানুয়ারি ডিজি পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন রাজীব কুমার। পাশাপাশি এবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকেও মনোজ ভার্মাকে সরিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ এর পর সুপ্রিম কোর্ট কোনও কঠোর নির্দেশ দিলেন তা রাজ্য পুলিশের ডিজি বা কলকাতার পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে হবে না। তা হবে দুই সিনিয়র আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে। যাঁদের মধ্যে একজন আবার অবসরপ্রাপ্ত। মনোজকে সরিয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার করা হল আইপিএস অফিসার সুপ্রতীম সরকারকে। অতীতে বামফ্রন্ট জমানায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আস্থাভাজন আইপিএস অফিসার ছিলেন সুপ্রতীম। বর্তমান সরকারের আমলে আইপিএস অফিসার রাজীব কুমারের সঙ্গে তাঁর আস্থার সম্পর্ক বলে সরকারি মহলে আলোচনা রয়েছে। বড় কথা হল, অনেক দিন পর কলকাতার নগরপাল হলেন একজন বাঙালি পুলিশ কর্তা।

মনোজ ভার্মাকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরালেও তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল। নতুন ডিরেক্টর সিকিউরিটি হলেন মনোজ ভার্মা। এই পদে ছিলেন সিনিয়র আইপিএস অফিসার পীযূষ পাণ্ডে। তাঁকে রাজ্য পুলিশের অস্থায়ী ডিজি পদে নিয়োগ করা হচ্ছে।

আবার সুপ্রতীম সরকার ছিলেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ। নতুন এডিজি আইনশৃঙ্খলা হলেন আইপিএস অফিসার বিনীত গোয়েল। কলকাতার পুলিশের কমিশনার ছিলেন বিনীত। আরজি কর কাণ্ডে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিবাদের চাপে তাঁকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরাতে বাধ্য হয়েছিল সরকার।

রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কলকাতা পুলিশে যে রদবদল হতে পারে সেই সম্ভাবনার কথা দ্য ওয়ালে আগেই লেখা হয়েছিল। ৩ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে আই প্যাক মামলার শুনানি রয়েছে। ওই মামলায় কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে মনোজ ভার্মা ও রাজ্য পুলিশের ডিজির পদ থেকে রাজীব কুমারকে সাসপেন্ড করার আবেদন জানিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর। তাদের অভিযোগ, ৮ জানুয়ারি প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি করতে গেলে এই দুই পুলিশ কর্তা বাধা দেন।

(২ পাতার পর)

## SIR এ ধরা পড়ছে না ভিন রাজ্যের ভোটার, প্রশ্নের মুখে কমিশন, স্বচ্ছতার দাবি

"আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি এসআইআর এর নাম করে কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা করছে বিজেপি। সফটওয়ারের ত্রুটির দোহাই দিয়ে একদিকে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে অন্যদিকে ভিন রাজ্যের ভোটারের নাম ঢোকানোর চক্রান্ত চলছে। ভোটের বাক্সে এর জবাব বাংলার মানুষ। গতবারের চেয়েও বিজেপির আসন সংখ্যা কমবে।"

পাল্টা হিসেবে বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, "তৃণমূল জানে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে ওদের বিপদ বাড়বে। তাই যেনতেন প্রকারে ওরা এসআইআর প্রক্রিয়া বানচাল করতে চাইছে। নানা ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।"

প্রসঙ্গত, দেশে এসআইআর পর্ব শুরু হওয়ার বহু আগেই কর্ণাটক, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র-সহ একাধিক রাজ্যে একই ভোটারের নাম একাধিক জায়গায় থাকার অভিযোগে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। সেই চাপেই কমিশন জানিয়েছিল, প্রযুক্তির সাহায্যে সমস্যা মেটানো হবে। চালু করা হচ্ছে 'ডেমোগ্রাফিক সিমিলার এন্ট্রিজ' নামে এক বিশেষ সফটওয়্যার। নাম, ঠিকানা কিংবা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্যের মিল খুঁজে বের করে একই ভোটারের একাধিক এন্ট্রি দ্রুত চিহ্নিত করার কথা ছিল তার। দাবি করা হয়েছিল, ব্রাজিলের হেয়ারড্রেসার লারিসা নারির নাম যে হরিয়ানার ২২ জায়গায় উঠে এসেছিল, সেই ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না।

কিন্তু বাস্তব চিত্র নাকি ঠিক উল্টো। সূত্রের দাবি, ওই সফটওয়্যার কার্যত অচল। ফলে একই ভোটারের নাম দুই বা তার বেশি রাজ্যের তালিকায় থাকলেও তা ধরার উপায় নেই কমিশনের। বিশেষ পর্যবেক্ষক ও মাইক্রো অবজার্ভারদের নজরদারিতে যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরি হচ্ছে, তার স্বচ্ছতা নিয়েই তাই প্রশ্ন উঠছে। অন্য রাজ্যের কোনও ভোটারের নাম যদি বাংলার তালিকায় থেকে যায় এবং তিনি নিজে থেকে তা বাদ দেওয়ার আবেদন না জানান, সে ক্ষেত্রে কমিশনের করার মতো কিছুই নেই।

সম্প্রতি বীরভূমের দুবরাজপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় মহারাষ্ট্রের বিজেপির জেলা পরিষদ প্রার্থী উজ্জ্বলা আপ্পা বুরুঙ্গলের নাম থাকার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তিনি সোলাপুরের বাসিন্দা এবং মহারাষ্ট্রের ভোটার হিসেবেই জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। অথচ ২০২৫ সালের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকাতেও ছিল তাঁর নাম। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে ইনিউমারেশন ফর্মও দেওয়া হয়েছিল এবং খসড়া তালিকাতেও নাম ছিল।

(৩ পাতার পর)

## শুনানিতে একদম ঢিলেমি নয়, দুই ২৪ পরগনাকে আতসকাচের তলায় রেখে সময় বেঁধে দিল কমিশন

পর্ব চলছে, কাজেই সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটাররা নতুন করে তাঁদের নথি জমা দিতে পারবেন।সূত্রের খবর এদিন কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, আগামিকাল অর্থাৎ শনিবারের মধ্যেই সব নোটিস ইস্যু করতে হবে। আর ১ তারিখের মধ্যে শুনানিতে ডাকা সমস্ত ভোটারের হাতে নোটিস পৌঁছনো বাধ্যতামূলক। সূত্রের খবর, বৈঠকেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছে জানতে চান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুনানি শেষ করা আদৌ সম্ভব কি না। কমিশন সূত্রে খবর, উত্তরে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, কয়েকটি জেলায় সময়সীমার মধ্যে শুনানি সম্পূর্ণ নাও হতে পারে।

# সিনেমার খবর

## শাহরুখকে 'কাকু' বলে বিতর্কের ঝড় তুললেন তুর্কি অভিনেত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সম্প্রতি সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত জয় অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এ যোগ দিয়েছিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। তারকাবহুল এই অনুষ্ঠানে মঞ্চেও হাজির হন তিনি। সেই অনুষ্ঠানের নানা ছবি ও ভিডিও ইতোমধ্যেই নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

অনুষ্ঠানের ভাইরাল ভিডিওগুলোর মধ্যেই বিশেষভাবে নজর কেড়েছে একটি ক্লিপ, যেখানে মঞ্চে শাহরুখ খানের সঙ্গে দেখা যায় মিশরীয় অভিনেত্রী আমিনা খলিলকে।

এই দুজনের সঞ্চালনার একটি মুহূর্ত নিজের ফোনে রেকর্ড করতে দেখা যায় আরেক তুর্কি অভিনেত্রী হান্দে এরচেলকে। এই ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই অনেক শাহরুখ ভক্ত হান্দেকে শাহরুখ খানের 'ফ্যানগার্ল' বলে মন্তব্য করতে শুরু করেন। আর এরপরই বাঁধে বিপত্তি, যত বিতর্কের শুরু এর পর থেকেই।

পরে জনপ্রিয় তুর্কি অভিনেত্রী হান্দে এরচেলের ইনস্টাগ্রাম স্টোরির একটি স্ক্রিনশট সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেই স্ক্রিনশটে দেখা যায়, মঞ্চের ভিডিওর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি লিখেছেন, 'এই কাকু কে? আমি আমার বন্ধু আমিনা খলিলের ছবি তুলছিলাম, আমি তার (শাহরুখ) ভক্ত নই!! দয়া করে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো বন্ধ করুন!!' এই স্ক্রিনশটটি ছড়িয়ে পড়তেই নেট দুনিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শাহরুখকে চিনতে না পারা এবং 'কাকু' বলে সম্বোধন করায় অভিনেতার ভক্তরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

তবে এই স্টোরিটি বর্তমানে এ তুর্কি সুন্দরীর ইনস্টাগ্রামে আর দেখা যাচ্ছে না। ফলে স্ক্রিনশটটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই দাবি করছেন, অভিনেত্রী প্রথমে স্টোরিটি পোস্ট করেছিলেন এবং পরে তা মুছে ফেলেন। যদিও এ বিষয়ে হান্দে এরচেল নিজে থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাননি।

## এআর রহমানের কাছে 'পাত্তা না পেয়েই' কি এত ক্ষোভ বিজেপির কঙ্গনার?

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে সুরের জাদুকর এআর রহমান দাবি করেন, বলিউডের অন্দরে থাকা কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিভাজনের কারণে গত আট বছরে তিনি বহু কাজ হারিয়েছেন। অস্কারজয়ী এই সুরকারের এমন মন্তব্যে বলিউডে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেকেই কথা বলছেন। রহমানের মন্তব্যে চটেছেন বলিউড অভিনেত্রী ও ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপির রাজনীতিবিদ কঙ্গনা রানাউত।

ধারণা করা হচ্ছে, এআর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন কঙ্গনা। কিন্তু এই গুণী শিল্পী দেখা করতে অস্বীকৃতি জানানোয় বেশ 'অপমানিত' হয়েছিলেন কট্টর হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া শিবিরের এই রাজনীতিবিদ। তার জেরেই এআর রহমানের সাম্প্রতিক মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কঙ্গনা। বলিউড এই অভিনেত্রীর স্বীকারোক্তিতেও বিষয়টি স্পস্ট হয়েছে।

কঙ্গনা অভিযোগ করেছেন, এর আগে রহমান তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং তার ছবি 'ইমারজেন্সি'-তে কাজ করতে চাননি। কারণ হিসেবে তিনি জানান, এ আর রহমান এটিকে একটি 'প্রোপাগান্ডা ধরনের ছবি' বলে মনে করেছিলেন।

১৭ জানুয়ারি কঙ্গনা তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্কে দেওয়া রহমানের একটি সাক্ষাৎকারের স্ক্রিনশট শেয়ার করেন। সেখানে তিনি সুরকারকে সরাসরি উল্লেখ করে লেখেন, 'প্রিয় রহমানজি, আমি একটি গেরুয়া দলকে সমর্থন করি বলে চলচ্চিত্র জগতে বহু কুসংস্কার ও পক্ষপাতের মুখে পড়েছি। কিন্তু আপনার মতো এতটা পক্ষপাতদুষ্ট ও ঘৃণ্য মানুষ আমি আর দেখিনি।'

## 'সিকান্দার' নিয়ে রাশমিকার মন্তব্য ফের ভাইরাল

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভারতের 'জাতীয় ক্রাশ' হিসেবে পরিচিত অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। সম্প্রতি এই তারকার একটি পুরোনো সাক্ষাৎকার সামাজিক মাধ্যমে নতুন করে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সাক্ষাৎকারে তারই অভিনীত 'সিকান্দার' ছবি নিয়ে মন্তব্য করেন যা নেটিজেনদের মাঝে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সিকান্দারে প্রথমবারের মতো বলিউড অভিনেতা সালমান খানের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন রাশমিকা।

সাক্ষাৎকারে রাশমিকা জানান, ছবির চিত্রনাট্য প্রথমবার শোনার সময় যে গল্পটি তাকে শোনানো হয়েছিল, নির্মাণের শেষ পর্যায়ে এসে সেটি অনেকটাই পরিবর্তন করা হয়। তিনি পরিচালক এ. আর. মুরুগাদোসের সঙ্গে তার প্রাথমিক আলোচনার কথা স্মরণ করে বলেন, ছবির শুটিংয়ের শেষ পর্যায়ে গিয়ে আমি বুঝতে পারি প্রথমে শোনানো চিত্রনাট্যের পরে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে।

রাশমিকার ভাষায়, 'আমার মনে আছে, সিকান্দার নিয়ে মুরুগাদোস স্যারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। পরে যা হয়েছে, তা একেবারেই ভিন্ন। যখন আমি চিত্রনাট্যটি শুনেছিলাম, তখন গল্পটা আলাদা ছিল।' যদিও বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিলেন 'পুষ্পা'খ্যাত অভিনেত্রী।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় এ ধরনের পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। অভিনয়, সম্পাদনা এবং মুক্তির সময়সূচিসহ নানা কারণে প্রায়ই চিত্রনাট্যের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। 'চলচ্চিত্রে এটি হতেই পারে। নির্মাণের সময় অনেক কিছু বদলে যায় এবং এটা খুব সাধারণ একটি বিষয়,' যোগ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৩০ মার্চ 'সিকান্দার' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। এই ছবির মাধ্যমে কয়েক বছর পর হিন্দি সিনেমায় প্রত্যাবর্তন করেন 'গজিনি'খ্যাত পরিচালক এ. আর. মুরুগাদোস। সিকান্দারের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন সালমান খান। তবে সাক্ষাৎকারের এই ক্লিপটি নতুন করে ভাইরাল হওয়ার পর অনলাইনে ছবিটি ঘিরে ফের আলোচনা শুরু হয়েছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

# অবশেষে ভারতের ভিসা পেলেন ইংল্যান্ডের দুই ক্রিকেটার

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে অবশেষে ইংল্যান্ডের দুই ক্রিকেটারকে ভিসা দিয়েছে ভারত সরকার। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হওয়ায় যেসব ক্রিকেটারের ভিসা প্রক্রিয়া জটিলতায় পড়েছিল, তাদের মধ্যে সবার আগে ভিসা পেলেন রেহান আহমেদ ও আদিল রশিদ।

এর আগে জানা যায়, পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হওয়ায় বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪২ জন ক্রিকেটার ও কর্মকর্তাকে ভিসা দিতে বিলম্ব করছিল ভারত। বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) কিছুটা চাপের মুখে পড়লেও সংস্থাটি আশ্বাস দিয়েছিল, টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী সবাই যেন সময়মতো ভিসা পান, সে বিষয়ে তারা সহায়তা করবে।

গত সপ্তাহের শেষ দিকে জানা যায়, ইংল্যান্ড দলের বাকি সদস্যরা ভিসা পেলেও রেহান আহমেদ ও আদিল রশিদ ভিসা ক্লিয়ারেন্সের অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে তাদের ভিসা ইস্যু হওয়ায় ইংল্যান্ড শিবিরে স্বস্তি ফিরেছে। আইসিসি আশা প্রকাশ করেছে, পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বা পাকিস্তানের নাগরিক অন্য খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ ও কর্মকর্তাদের ভিসা প্রক্রিয়াও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার একাধিক পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার ভারতীয় ভিসা পেতে বিলম্বের মুখে পড়েছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র দলের ক্রিকেটার আলি খানের একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ভারতীয় ভিসা না পাওয়ার অভিযোগ নতুন করে আলোচনার জন্ম দেয়।

ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই উত্তেজনাপূর্ণ। বর্তমানে সেই সম্পর্ক আরও নিম্ন পর্যায়ে থাকায় পাকিস্তানি নাগরিক কিংবা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূতদের জন্য ভারতীয় ভিসা পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। এমনকি ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নিতে ভারত সফরের আগে পাকিস্তান জাতীয় দলকেও স্বল্প সময়ের জন্য ভিসা জটিলতায় পড়তে হয়েছিল।

আইসিসি সূত্র জানায়, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), ইংল্যান্ড, ইতালি, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দলের পক্ষ থেকে মোট ৪২টি ভিসা আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে নেদারল্যান্ডস ও কানাডার খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের ভিসা ইতোমধ্যেই ইস্যু করা হয়েছে।

আগামী সপ্তাহের শুরুতে ইউএই, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, বাংলাদেশ ও কানাডা দলের সদস্যদের ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বাংলাদেশ দলের ক্ষেত্রে কোচিং স্টাফে থাকা সাবেক পাকিস্তানি স্পিনার মুশতাক আহমেদের ভিসাও এই প্রক্রিয়ার আওতায় রয়েছে।

## পিএসএল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন শোয়েব মালিক

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক শোয়েব মালিক মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) থেকে অবসরের ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, অবসর নিলেও ক্রিকেটের প্রতি তার 'উৎসাহ ও প্রেরণা' সবসময়ই থাকবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আমি প্রতিটি মুহূর্ত এবং মাঠের ভেতর-বাইরে যেসব বন্ধু পেয়েছি, তাদের আমি গভীরভাবে মূল্যায়ন করি। কিন্তু এখন সময় এসেছে বিদায় জানানোর।'

পিএসএলের ১০ বছরের ক্যারিয়ারে শোয়েব করাচি কিংস, মুলতান সুলতানস, পেশাওয়ার জালমি এবং কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরসের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে মোট ৯৩টি ম্যাচে তার রান ২,৩৫০। তার গড় রান ৩৩.০৯ এবং স্ট্রাইক রেট ১২৭.৭৮। পাশাপাশি ১৫টি হাফ-সেঞ্চুরিও তার নামের পাশে রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শোয়েবের অবসরের এই বছরে এসেই পিএসএল এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিলামে দুই নতুন দল—হায়দ্রাবাদ এবং সিয়ালকোট এই লিগে যুক্ত হয়েছে। ১১তম আসরটি চলবে ২৬ মার্চ থেকে ৩ মে পর্যন্ত। এই আসরে মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করবে, যেখানে লাহোর কালন্দার্স ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খেলবে।

## ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে মার্ক গেয়ির চুক্তি

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

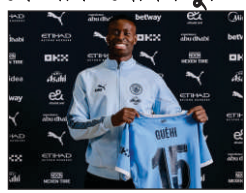

ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার মার্ক গেয়ির সঙ্গে পাকাপাকি চুক্তি করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ২০ মিলিয়ন পাউন্ড ট্রান্সফার ফিতে সাড়ে পাঁচ বছরের চুক্তিতে ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে ইতিহাদ স্টেডিয়ামের ক্লাবে যোগ দিয়েছেন তিনি। সোমবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে ম্যানসিটি।

চুক্তিতে সই করার পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে গেয়ি বলেন,'ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড় হতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত ও গর্বিত। এটা আমার ক্যারিয়ারের জন্য একটি বড় অর্জন।'

তিনি আরও বলেন,'এতদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফল আজ পেয়েছি। এখন আমি ইংল্যান্ডের সেরা ক্লাবগুলোর একটিতে, দুর্দান্ত কিছু খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলব, এটা ভাবতেই ভালো লাগছে।'

এর আগে গেয়ির লিভারপুলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা জোরালো ছিল। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ৩৫ মিলিয়ন পাউন্ডের চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং মেডিকেল পরীক্ষাও সম্পন্ন করেছিলেন এই ইংলিশ সেন্টারব্যাক। তবে শেষ মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে সিদ্ধান্ত বদলে ম্যানচেস্টার সিটিতেই যোগ দেন তিনি।

বিবিসি স্পোর্টস জানিয়েছে, গেয়ির এজেন্টের সঙ্গে ইউরোপের একাধিক ক্লাবের আলোচনা চলছিল। লিভারপুলের সঙ্গে প্রায় সবকিছু ঠিক থাকলেও শেষ পর্যন্ত সিটির প্রস্তাবেই সম্মতি দেন তিনি। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে গেয়িকে দলে ভেড়ায় পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা।

এর আগে গত সপ্তাহে বোর্নমাউথ থেকে ৬৫ মিলিয়ন পাউন্ডে অ্যান্টনি সেমেনিওকে দলে টেনেছিল ম্যানসিটি। গেয়ির যোগদানে সিটির রক্ষণভাগ আরও শক্তিশালী হলো।

২০২১ সালে ক্রিস্টাল প্যালেসে যোগ দেওয়া গেয়ি ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৮৮ ম্যাচ খেলেছেন। এর আগে তিনি চেলসির হয়েও মাঠে নেমেছিলেন। বর্তমানে ২৫ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডারকে ইংল্যান্ডের অন্যতম সেরা সেন্টারব্যাক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR